রাজশাহীতে লিগ্যাল এইড দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছেছে সিনিয়র জেলা ও জজ

আইনগত সহায়তা কমিটির রাজশাহী জেলা শাখায় গত ১১ বছরে ৩ হাজারেরও বেশী মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এরমধ্যে গত জানুয়ারি'১৬ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে ৩ হাজার ১২০টি মামলা। লিগ্যাল এইড'র মাধ্যমে বিনা খরচায় আইনী সহায়তা পাচ্ছে অসহায় দরিদ্র মানুষ। এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে বর্তমানে কমিটি একটা দৃঢ় অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। ফলে দিনকে দিন মামলার সংখ্যা বাড়ছে। সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টায় অনুষ্ঠিত 'সরকারি আইনি সেবার সাফল্য এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল জেলা লিগ্যাল এইড অফিস' শীর্ষক একটি জনসচেতনতামূলক সেমিনারে এ তথ্য জানান সংস্থাটির রাজশাহী জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও রাজশাহীর সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ বেগম কবিতা খানম। জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটির উদ্যোগে জেলা জজ আদালতের জাজেস কনফারেন্স রুমে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠান পরিচালনাকালে জেলা লিগ্যাল এইড'র অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ মো. সেলিম রেজা জানান, এ পর্যন্ত আইনী সহায়তা চেয়ে আবেদন পড়েছে ৫ হাজার ৯শ' ১৮টি। এর মধ্যে গত জানুয়ারি'১৬ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে ৩ হাজার ১২০টি মামলা। এছাড়াও গত মাসেই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)-এর আওতায় ৪টি আবেদনের মধ্যে ২টিরই নিষ্পত্তি হয়েছে। এরমধ্যে প্রথম ভিকটিম দেনমোহর ও খোরপোষ বাবদ ৬৪ হাজার এবং অপরজন ৮২হাজার টাকা বুঝে পেয়েছেন।
তিনি বলেন, অসহায় ও দরিদ্র জনগণ অর্থাৎ যাদের বার্ষিক আয় ১ লাখের নীচে তাদের সরকারী খরচে আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে দেড় লাখের উর্ধ্বে আয় করতে অক্ষম ব্যাক্তিরা এ সহায়তা পাবেন। দেওয়ানী, ফৌজদারী, পারিবারিকসহ সব ধরনের মামলার আইনী সহায়তা প্রদান, লিগ্যাল এইডের মামলার ডিগ্রী ও রায়ের নকল বিনামূল্যে সরবরাহ করাই এ কমিটির অন্যতম কাজ। পাশাপাশি লিগ্যাল এইড বিষয়ে আইন সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা এবং আইনগত অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলাসহ লিগ্যাল এইডের অন্যান্য আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান করে থাকে এ কমিটি। সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজের সভাপতিত্বে এ কমিটিতে রয়েছেন জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী দফতরের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনী সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্ব পালন করছে একটি আইনজীবি প্যানেল। যারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সার্বক্ষনিক আইনী সেবা প্রদান করে চলেছেন।
মতবিনিময় সভায় বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ মো. আলতাফ হোসেন, বিজ্ঞ নারী ও শিশু দমন ট্রাইব্যুনাল-১'র বিচারক মো. মুনসুর আলম, বিজ্ঞ নারী ও শিশু দমন ট্রাইব্যুনাল-২'র বিচারক কে.এম শহীদ আহমেদ, বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান, সিজিএম'র বিচারক আল আসাদ মো. আসিফুজ্জামান, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ ফারুক আহম্মেদ, রাজশাহীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ.কে আযাদ, বাগমারা উপজেলা চেয়ারম্যান জাকিরুল ইসলাম সান্টুসহ রাজশাহীর বিভিন্ন উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে রাজশাহী সিটি প্রেক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা রাজশাহী জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক ও সংবাদ সংস্থা এফএনএস২৪'র রাজশাহী বিভাগীয় প্রধান এস.এইচ.এম তরিকুল ইসলাম, রাজশাহী মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মোমিনুল ইসলাম বাবু, নতুন প্রভাত'র মফস্বল সম্পাদক সোহেল মাহবুব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।